উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ

অক্ষয় মালঞ্চ

কলি-কাতা

শ্রীবামনদেব চক্রবর্তী

Scanned with CamScanner

কর্মধারয়

১৩৮। কর্মধারয় ঃ যে সমাসে পূর্বপদ পরপদের বিশেষণ-রূপে অবস্থান করে এবং পরপদেরই অর্থ প্রাধান্য পায়, তাহা কর্মধারয় সমাস। কর্মধারয় সমাসে উভয়

Scanned with CamScanner

পদে কর্তৃকারকের একই বিভক্তি (শূন্য) হয়। এইজন্য সংস্কৃতে এই সমাসটি তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভূত।

কর্মধারয় সমাস পাঁচ প্রকারের : (১) সাধারণ, (২) মধ্যপদলোপী, (৩) উপমান, (৪) উপমিত ও (৫) রূপক।

সাধারণ কর্মধারয়

(ক) **বিশেষণ + বিশেষ্য :** পীত যে অম্বর = পীতাম্বর (অম্বরটিকে বুঝাইতেছে); শুদ্ধ যে অন্ন = শুদ্ধান্ন; মিষ্ট যে অন্ন (খাদ্য) = মিষ্টান্ন; খুল্ল (ক্ষুদ্র) যে তাত = খুল্লতাত; শুচি যে বস্ত্র = শুচিবস্ত্র; সুদৃঢ় যে সংকল্প = সুদৃঢ়সংকল্প; পূর্বা যে রাত্রি = পূর্বরাত্রি (আগের দিনের রাত্রি, কিন্তু রাত্রির পূর্ব = পূর্বরাত্র—**সম্বন্ধ-তৎপুরুষ**—রাত্রির প্রথমাংশ অর্থে); নব যে যৌবন = নবযৌবন; বাহ্য যে আড়ম্বর = বাহ্যাড়ম্বর; রক্ত (লাল) যে উৎপল = রক্তোৎপল; কাল (ভয়ঙ্কর) যে ফাঁদ = কাল-ফাঁদ; রুদ্র যে বীণা = রুদ্রবীণা; কম (কমনীয়) যে কলেবর = কম-কলেবর; বালা (প্রাথমিক অবস্থায়) যে গঙ্গা = বালগঙ্গা; বর (বরণীয়) যে বপু = বরবপু; ভর (পরিপূর্ণ) যে সন্ধ্যা = ভরসন্ধ্যা; বিশ্ব (সকল) যে মানব = বিশ্বমানব; পুণ্য যে অহ = পুণ্যাহ; গুপ্ত যে চর = গুপ্তচর; পাণ্ডু (খসড়া) যে লিপি = পাণ্ডুলিপি; উড়ো যে জাহাজ = উড়োজাহাজ; খাস যে মহল = খাসমহল; হেড যে মাস্টার = হেডমাস্টার; কু (কুৎসিত) যে অন্ন = কদন্ন (কু-স্থানে কৎ); কু যে পুরুষ = কুপুরুষ (শ্রীহীন) এবং কাপুরুষ (ভীরু); রক্ত (লাল) যে চন্দন = রক্তচন্দন; পরমা যে ঈশ্বরী = পরমেশ্বরী; বি (ভিন্ন) যে মাতা = বিমাতা; প্রিয় যে সখা = প্রিয়সখ; গণ্ড (বর্ধিষ্ণু) যে গ্রাম = গণ্ডগ্রাম; দুঃ এমন অবস্থা = দুরবস্থা; রাম (বড়) যে ছাগল = রামছাগল; কাঁচা যে কলা = কাঁচাকলা; আলগা (অগভীর) যে চটক (সৌন্দর্য) = আলগাচটক; জিবে (<জিবিয়া—জিবের আকৃতি-বিশিষ্ট) যে গজা = জিবেগজা। সেইরূপ পুণ্যতিথি, পূর্ণচন্দ্র, সজ্জন, শ্বেতপদ্ম, নীলকমল, কদক্ষর, স্নিগ্ধদৃষ্টি, শুভোৎসব, বিকম্পিত-চেলাঞ্চল, নবপল্লব, পরমসুন্দরী, শ্বেতশ্মশ্রু, দুরাকাঙ্ক্ষা, নষ্টনীড়, দুশ্চেষ্টা, বদহজম, কানাকড়ি, হেঁড়েগলা, কড়াপাক, নীলশাড়ী, রাঙাবউ, ভরপেট, ভরাযৌবন, ফুলবাবু, হাফমোজা, হেডপণ্ডিত, নতুন-গিন্নী।

কর্মধারয় (ও বহুব্রীহি) সমাসে মহৎ শব্দের স্থানে **মহা** হয়। মহান্ যে মনীষী = মহামনীষী; মহান্ যে উপাধ্যায় = মহোপাধ্যায়; মহতী যে সভা = মহাসভা; মহতী যে অষ্টমী = মহাষ্টমী; মহৎ যে বল = মহাবল; মহৎ যে ধন = মহাধন [কিন্তু মহতের ধন = মহদ্ধন—**সম্বন্ধ-তৎ**]; মহান্ যে রাজা = মহারাজ ['মহারাজা' পদটিও বাংলায় চলে : সন্তোষের মহারাজা, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ইত্যাদি]। সেইরূপ মহর্ষি, মহারাত্রি, মহারানী। মহাবিদ্যাতে মহতী বিদ্যা আছে, মহতী অবিদ্যাও আছে।

কয়েকটি ক্ষেত্রে পূর্বপদটি বিশেষ্য হওয়া সত্ত্বেও বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়। মূল যে সুর = মূলসুর; সত্য যে বার্তা = সত্যবার্তা; জোর যে বরাত = জোরবরাত; আঁধার যে ঘর = আঁধারঘর। সেইরূপ মিথ্যাভাষণ, সারসত্য।

মাঝে মাঝে বিশেষণপদটি উত্তরপদ এবং বিশেষ্যপদটি পূর্বপদ হয়। সাধারণ যে জন = জনসাধারণ; বৃদ্ধ যে ঋষি = ঋষিবৃদ্ধ; অধম যে নর = নরাধম; উত্তম যে

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

১৩৯। **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যকার পদটি লুপ্ত হয় তাহাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় বলে।**

সিংহ-লাঞ্ছিত আসন = সিংহাসন ('লাঞ্ছিত' পদটি লুপ্ত); ভিক্ষালব্ধ অন্ন = ভিক্ষান্ন; বৃত্রনামক অসুর = বৃত্রাসুর; কর্ণিকার-নামক বৃক্ষ = কর্ণিকারবৃক্ষ; উদয়-নামক গিরি = উদয়গিরি; মরুময়ী ভূমি = মরুভূমি; (শ্রীকৃষ্ণের) জন্মসংলগ্না অষ্টমী = জন্মাষ্টমী; গীতিভূয়িষ্ঠ নাট্য = গীতিনাট্য; স্পর্শসিদ্ধ মণি = স্পর্শমণি; আদিভূত পিতা = আদিপিতা; স্বর্ণনির্মিত আভরণ = স্বর্ণাভরণ; উদয়কালীন রবি = উদয়রবি; চিরস্থায়ী সৌন্দর্য = চিরসৌন্দর্য; আকাশ-মারফত প্রেরিত বাণী = আকাশবাণী; ধন্যবাচক ধ্বনি = ধন্যধ্বনি; মাতার মৃত্যুজনিত দায় = মাতৃদায়; জীবনহানির আশঙ্কায় বীমা = জীবনবীমা; রাজকার্যে নিযুক্ত পুরুষ = রাজপুরুষ; রাজার অনুসৃত নীতি = রাজনীতি; রাজার পৃষ্ঠপোষিত কবি = রাজকবি; আকাশে (ঊর্ধ্বে) প্রদত্ত প্রদীপ = আকাশপ্রদীপ; পদচালিত ব্রজ (পথ) = পদব্রজ; পদ-সংরক্ষণের আয়ুধ (অস্ত্রশস্ত্র) = পদায়ুধ; পথে অনুষ্ঠিত সভা = পথসভা; বেণুধারী গোপাল = বেণুগোপাল; বরের অনুগামী যাত্রী = বরযাত্রী; জামাইয়ের কল্যাণার্থে ষষ্ঠী = জামাইষষ্ঠী; ননীলোভী গোপাল = ননীগোপাল; রজতনির্মিত মুদ্রা = রজতমুদ্রা; মৌ-সঞ্চয়কারী মাছি = মৌমাছি; আক্ষেপ-দ্যোতক অনুরাগ = আক্ষেপানুরাগ; স্বর্ণনির্মিত দ্বীপ = স্বর্ণদ্বীপ; প্রাণিবিষয়ক বিদ্যা = প্রাণিবিদ্যা; কনকপূর্ণ অঞ্জলি = কনকাঞ্জলি; রহস্য-পূর্ণ আলাপ = রহস্যালাপ; কস্তুরীযুক্ত মৃগ = কস্তুরীমৃগ; লোকসমাজে প্রচলিত গীতি = লোকগীতি; মাননির্দেশক পত্র = মানপত্র; পল-মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন; মায়াপ্রকাশক কান্না = মায়াকান্না; ফল-নিষ্পন্ন আহার = ফলাহার; ভ্রাতৃকল্যাণ-সূচক দ্বিতীয়া = ভ্রাতৃদ্বিতীয়া; জ্ঞানলাভের ইন্দ্রিয় = জ্ঞানেন্দ্রিয়; লক্ষ্মীযুক্তা শ্রী = লক্ষ্মীশ্রী; যজ্ঞলব্ধ উপবীত = যজ্ঞোপবীত; বহিঃস্থিত আবরণ = বহিরাবরণ; পাদে (পৃষ্ঠার নিম্নদিকে) লিখিত টীকা = পাদটীকা; দাসযোগ্য মনোভাব = দাসমনোভাব; আয়ুর্বিষয়ক বেদ = আয়ুর্বেদ; বিম্বসদৃশ অধর = বিম্বাধর; ছাত্র থাকাকালীন জীবন = ছাত্রজীবন; অস্তকালীন রাগ = অস্তরাগ; সন্ধ্যা-কালীন আহ্নিক = সন্ধ্যাহ্নিক; প্রভাতকালীন নিদ্রা = প্রভাতনিদ্রা; ব্যোমে (ব্যোমপথে) যাইবার যান = ব্যোমযান; ছায়া-দানকারী তরু = ছায়াতরু; শোকপ্রকাশিকা সভা = শোকসভা; প্রতিজ্ঞাসূচক পত্র = প্রতিজ্ঞাপত্র; বজ্রসদৃশ মুষ্টি = বজ্রমুষ্টি; জয়যুক্ত নাদ = জয়নাদ; রুচি-অনুযায়ী সম্পন্ন = রুচিসম্পন্ন; পাটে অধিষ্ঠিতা রানী = পাটরানী; অগ্নিবর্ষী বীণা = অগ্নিবীণা; স্পর্ধাজনিত উক্তি = স্পর্ধোক্তি; মাৎসর্য-বিষযুক্ত দশন = মাৎসর্যবিষদশন; পদ্মচিহ্নিত বেদী = পদ্মবেদী; দারুময় ব্রহ্ম = দারুব্রহ্ম; ত্রিতাপাত্মক দুঃখ = ত্রিতাপদুঃখ; পাদস্পৃষ্ট উদক = পাদোদক; দর্শনবিবরক শাস্ত্র = দর্শনশাস্ত্র; মধুময় ব্রহ্ম = মধুব্রহ্ম; বিজয়সূচক শঙ্খ = বিজয়শঙ্খ; কাঞ্চনময় কোকনদ = কাঞ্চনকোকনদ; নাতি-সম্পর্কীয় জামাই = নাতজামাই; আমের আকৃতি-বিশিষ্ট (বা গন্ধবিশিষ্ট) সন্দেশ = আমসন্দেশ; আমের গন্ধবিশিষ্ট আদা = আম-আদা; গন্ধদ্রব্য-বিক্রয়কারী বণিক্ = গন্ধবণিক্; খ্রীষ্টপ্রবর্তিত ধর্ম = খ্রীষ্টধর্ম; সিঁদুর রাখিবার কৌটা = সিঁদুরকৌটা; (শ্বশুরের) ঘরে পালিত জামাই = ঘরজামাই;

কীর্তিজ্ঞাপক মন্দির=কীর্তিমন্দির ; এক অধিক দশ=একাদশ ; ষট্ অধিক দশ=ষোড়শ ; নাভিজাত পদ্ম=নাভিপদ্ম ; ষট্ অধিক নবতি=ষন্নবতি (সন্ধি এবং ণত্ববিধি লক্ষণীয়) ; হাতে পরিবার ঘড়ি=হাতঘড়ি ; হাত দিয়া চালানো পাখা=হাতপাখা ; বয়ন-নামক শিল্প=বয়নশিল্প ; সূচিসাধ্য শিল্প=সূচীশিল্প ; ধান্যদূর্বায় ভরা মুষ্টি=ধান্যদূর্বামুষ্টি ; শববাহকের যাত্রা=শবযাত্রা ; বাক্যের মাধ্যমে আলাপ=বাক্যালাপ ; অন্দরস্থিত মহল=অন্দরমহল ; গ্যাসপ্রতিরোধক মুখোশ=গ্যাসমুখোশ ; গাড়ি দাঁড়াইবার বারান্দা=গাড়িবারান্দা ; হাঁটু-পরিমাণ জল=হাঁটুজল ; গোবর-মিশ্রিত জল=গোবরজল ; সর্কাড়মাখা হাত=সর্কাড়হাত ; তেল মাখিবার ধুতি=তেলধুতি ; (অলংকারের) নকশা-চিত্রিত বড়ি=নকশা-বড়ি ; চিনিযোগে পাতা=চিনিপাতা (দই)। সেইরূপ নলরাজা, মধ্যাহ্নভোজন, জলযান, অর্ণবযান, ইচ্ছামৃত্যু, সপ্তদশ, বায়ুরোগ, গৃহদেবতা, কেশতৈল, দুধভাত, ডাকগাড়ি, স্বর্ণমুদ্রা, রাষ্ট্রনীতি, অশ্রুআঁখি, স্বাধীনতাদিবস, দিবানিদ্রা, হস্তশিল্প, ধর্মসভা, সাহিত্য-অধিবেশন, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, ঝাঁকামুটে, কোমরজল, মাসমাহিনা, রাজধানী-এক্সপ্রেস, সুটকেশ, কাটাপেরেক।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসে দশ, বিংশতি ও ত্রিংশৎ শব্দ পরে থাকিলে প্রথম পদ দ্বি, ত্রি ও অষ্টন্ শব্দের স্থানে যথাক্রমে **দ্বা, ত্রয়ঃ ও অষ্টা** হয়। কিন্তু চত্বারিংশৎ, পঞ্চাশৎ, ষষ্টি, সপ্ততি ও নবতি শব্দ পরে থাকিলে দ্বি, ত্রি ও অষ্টন্ শব্দ বিকল্পে দ্বা, ত্রয়ঃ ও অষ্টা হয়। দ্বি অধিক দশ=দ্বাদশ ; দ্বি অধিক বিংশতি=দ্বাবিংশতি ; ত্রি অধিক দশ=ত্রয়োদশ (সন্ধি লক্ষ্য কর) ; ত্রি অধিক ত্রিংশৎ=ত্রয়স্ত্রিংশৎ ; অষ্ট অধিক দশ=অষ্টাদশ ; দ্বি অধিক চত্বারিংশৎ=দ্বিচত্বারিংশৎ বা দ্বাচত্বারিংশৎ ; ত্রি অধিক ষষ্টি=ত্রিষষ্টি বা ত্রয়ঃষষ্টি ; অষ্ট অধিক সপ্ততি=অষ্টসপ্ততি বা অষ্টাসপ্ততি।

মনে রাখিও—তৎপুরুষ সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত যে অংশটির লোপ হয় তাহা বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গ। সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির যেমন লোপ হয়, অনুসর্গগুলিরও সেইভাবে লোপ হয়। কিন্তু মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ে ব্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত এক বা একাধিক পদ লোপ পায়। সুতরাং ব্যাসবাক্যের কোনো একটি অংশ লোপ পাইলেই সমাসবদ্ধ পদটিকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় বলা সঙ্গত নয়। **লুপ্ত অংশটি বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গ, না ব্যাসবাক্যের অন্তর্গত কোনো পদ**—তাহা ভালো করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে।

উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয়

এই তিনটি সমাসের আলোচনা একসঙ্গে করা ভালো। আমরা অনেক সময় দুইটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে তুলনা করিয়া থাকি। প্রধান বক্তব্যবিষয় যেটি তাহাকে **উপমেয়** বলে। একটি বিজাতীয় বস্তু আনিয়া তাহার সহিত উপমেয়ের তুলনা দেওয়া হয়। এই বিজাতীয় বস্তুটিকে **উপমান** বলে। কাল্পনিক যে গুণটি লইয়া উপমানের সহিত উপমেয়ের তুলনা দেওয়া হয়, তাহাকে **সাধারণধর্ম** বলে। তুলনা বুঝাইবার জন্য **ন্যায়, মতো, সম** ইত্যাদি যেসব কথা ব্যবহার করি তাহাদিগকে **সাদৃশ্যবাচক শব্দ** বলে। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি সহজতর হইয়া উঠিবে।—

তাহার হৃদয়টি কমলের মতো কোমল। এই বাক্যে প্রধান আলোচ্যবিষয় হৃদয়

=উপমেয়। "কমল" কথাটির সঙ্গে "হৃদয়" কথাটির তুলনা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং **কমল=উপমান**। কমল কোমল, হৃদয়ও কোমল; অতএব **কোমল** পদটি হইতেছে উপমেয় ও উপমানের **সাধারণধর্মবাচক পদ**। আর মতো হইতেছে **সাদৃশ্যবাচক শব্দ**। মনে রাখিও, এখানে হৃদয় ও কমল দুইটি বিজাতীয় বস্তু। রামের সঙ্গে রহিমের বা নদীজলের সঙ্গে সাগরজলের তুলনা দিলে উপমান-উপমেয় সম্পর্কটি আদৌ আসিবে না। **চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, তারা, সাগর, নদী, পদ্ম, অগ্নি, বজ্র, পুষ্প, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শব্দগুলি বিখ্যাত উপমান।**

১৪০। **উপমান কর্মধারয়ঃ উপমানের সহিত সাধারণধর্মবাচক পদের সমাসকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে।**

এই সমাসের ব্যাসবাক্যে উপমান পদটি প্রথমে, তৎপরে সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও শেষে থাকে সাধারণধর্মবাচক পদ। উপমেয়ের কোনো উল্লেখ এখানে থাকে না। সমস্ত-পদটি বিশেষণ হইয়া যায়। কাজলের মতো কালো=কাজলকালো [কোন্ জিনিসটি কাজলকালো?—মেঘ বা চুল। কিন্তু তাহার উল্লেখ এখানে করা হয় নাই]; সিঁদুরের মতো রাঙা=সিঁদুররাঙা; শঙ্খের মতো ধবল=শঙ্খধবল; শিশিরের ন্যায় বিমল=শিশিরবিমল; দধির মতো থলথল=দধিথলথল; জ্যোৎস্নার মতো স্নিগ্ধ=জ্যোৎস্না-স্নিগ্ধ; মিশির মতো কালো=মিশকালো; ঘনের (মেঘের) ন্যায় শ্যাম=ঘনশ্যাম; শশের (শশকের) ন্যায় ব্যস্ত=শশব্যস্ত; ফুটির মতো ফাটা=ফুটিফাটা (মাঠ); শালের মতো প্রাংশু (দীর্ঘ)=শালপ্রাংশু; শৈলের মতো উন্নত=শৈলোন্নত। সেই-রূপ কমলকোমল, আলতারাঙা, তমালশ্যামল, অয়স্কঠিন, পরাগপবিত্র, ভ্রমরকৃষ্ণ, কর্পূর-ধবল, কুমুদশুভ্র, চন্দনস্নিগ্ধ, নীরদনীল, ইন্দীবরসুন্দর, কুন্দশুভ্র, মলয়জশীতল, ভ্রূকুটি-কুটিল, জলদগম্ভীর, কজ্জলকালো, শঙ্খশুভ্র, নবদূর্বাদলশ্যাম, নভোনীল, দূর্বাকোমল, কণ্টকতীক্ষ্ণ, অনলোজ্জ্বল, তুষারশুভ্র (কেশ), বজ্রকঠিন (হৃদয়), পল্লবপেলব (বাহু), নবনীতকোমল (শয্যা), বিদ্যুদ্দীপ্ত (ব্যক্তিত্ব), তুহিনশীতল, হীরকোজ্জ্বল, স্ফটিকস্বচ্ছ, মেঘমেদুর, স্বপ্নমধুর, সুধাধবল, মুক্তাধবল, কম্বুগম্ভীর, লতানমনীয়, লৌহদৃঢ়, অরুণরাঙা, গোবেচারা, ঘনকৃষ্ণ, বরফি-কাটা (মাঠ), রেশমচিকন (চুল), অশোকলাল, ফেনাধবধবে, আপেলরাঙা, পান্নাসবুজ, বান্ধুলিরাঙা, ধুলোগুঁড়ো, আবলুস-কালো, বরফসাদা, বিড়ালবেহায়া, পালকনরম।

"শোণিত-রাঙা বেদনার উৎসার পাঠক-সমাজকে অভিভূত করিয়াছিল।" "চাই লৌহদৃঢ় মাংসপেশী, ইস্পাতকঠিন স্নায়ু, বজ্রভীষণ মনোবল।" "কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা তুমি অনিন্দিতা।" সদ্যভাঙা জামাকাপড় পরে সেই আয়নামসৃণ রকেই বসে গেলাম।

১৪১। **উপমিত কর্মধারয়ঃ সাধারণধর্মের উল্লেখ না করিয়া উপমেয় পদের সহিত উপমানের যে সমাস তাহাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে।**

ব্যাসবাক্যে সাধারণতঃ উপমেয় পদটি প্রথমে, তৎপরে উপমান **এবং সর্বশেষে সাদৃশ্যবাচক শব্দটি বসে।** কথা অমৃতের তুল্য=কথামৃত; পুরুষ সিংহের ন্যায়=পুরুষসিংহ; নর দেবের তুল্য=নরদেব; চরণ পদ্মের ন্যায়=চরণপদ্ম; নয়ন কমলের ন্যায়=নয়নকমল; মুখ চন্দ্রের ন্যায়=মুখচন্দ্র; পুরুষ ঋষভের ন্যায়=পুরুষর্ষভ (সন্ধি লক্ষ্য কর)। সেইরূপ নরশার্দুল, পুরুষপুঙ্গব, পাদপদ্ম, পদাম্বুজ,

করপল্লব, ভরতর্ষভ, কালাচাঁদ, বদনকমল, রাজচন্দ্র, অধরপল্লব, মুখশশী। [এখানে সিংহ, শার্দুল, ব্যাঘ্র, ঋষভ, পুঙ্গব প্রভৃতি শব্দ শ্রেষ্ঠত্ববাচক।]

এই সমাসে পূর্বপদ ও উত্তরপদ উভয়েই বিশেষ্য। আর, সমস্ত-পদটিও বিশেষ্য। সমস্ত-পদে উপমেয় পদটি সাধারণতঃ পূর্বে বসিলেও অনেক সময় পরেও বসে। আলু শাঁখের ন্যায় = শাঁখ-আলু ; সন্দেশ আমের মতো = আমসন্দেশ [মধ্যপদলোপী কর্মধারয় হইলে ব্যাসবাক্য হইবে—আমের গন্ধযুক্ত বা আকৃতি-বিশিষ্ট সন্দেশ ; আবার আম (সাধারণ) যে সন্দেশ (সংবাদ) = আমসন্দেশ (সাধারণ কর্মধারয়—একটু গূঢ়ার্থে)] ; অন্ন সুধার মতো = সুধান্ন ; বৈশাখী (বৈশাখমাসের ঝড়বৃষ্টি) কালের (মহাকাল) মতো = কালবৈশাখী ; পোকা কাঁচের মতো = কাঁচপোকা ; বেদী পদ্মের ন্যায় = পদ্মবেদী ; মুখ সোনার মতো = সোনামুখ ; অধর বিম্বের ন্যায় = বিম্বাধর ; কণ্ঠ কম্বুর ন্যায় = কম্বুকণ্ঠ [আকৃতির প্রাধান্য, কিন্তু কম্বুর ন্যায় গভীর কণ্ঠ যাহার = কম্বুকণ্ঠ—**বহুব্রীহি**]। সেইরূপ ফুলকুমারী, ফুলবাতাসা, ফুলবাবু, ফুলকপি, ফুলঝুরি, চাঁদমুখ, কাঁটাপেরেক, কদমছাঁট, চন্দ্রপুলি। "সে আসি নমিল সাধুর **চরণকমলে**।"

উপমিত কর্মধারয় সমাসে সাধারণধর্মটি সর্বত্রই কল্পনাসাপেক্ষ।

১৪২। **রূপক কর্মধারয় : উপমেয় ও উপমানের মধ্যে অভেদ কল্পনা করিয়া পূর্বপদ উপমেয়ের সহিত পরপদ উপমানের যে সমাস হয় তাহাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে।**

এই সমাসের ব্যাসবাক্যে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে **'রূপ' কথাটি বসিয়া উভয়ের মধ্যে অভেদটিকে পরিস্ফুট করে। সমস্ত-পদটি এখানেও বিশেষ্য।** আঁখিরূপ পাখি = আঁখিপাখি ; মনরূপ মাঝি = মনমাঝি ; সংসার-রূপ সমরাঙ্গন = সংসার-সমরাঙ্গন ; প্রাণরূপ প্রবাহিণী = প্রাণপ্রবাহিণী ; যৌবনরূপ কুসুম = যৌবনকুসুম ; নদীরূপ জপমালা = নদীজপমালা ; মাৎসর্য-রূপ বিষ = মাৎসর্যবিষ ; মানবমনঃরূপ মন্দির = মানবমনোমন্দির। সেইরূপ সুখদীপ, করুণামন্দাকিনী, ভাবসিন্ধু, ক্রোধানল, স্নেহসমুদ্র, জীবনযুদ্ধ, সুখসায়র, পঞ্জরপিঞ্জর, হৃদয়কুসুম, কথামৃত, মায়াডোর, হিংসাবিষ, আলোক-ঝরনা, দেহ-আকাশ, জীবন-উদ্যান, চিত্তপট, দিলদরিয়া।

প্রয়োগ : "**জীবন-উদ্যানে** তোর **যৌবনকুসুমভাতি** কতদিন রবে ?"—মধুকবি। "সে **সুখসায়র** দৈবে শুকায়ল তিয়াসে পরাণ যায়।"—চণ্ডীদাস। "অশান্ত **আকাঙ্ক্ষা-পাখি** মরিতেছে মাথা খুঁড়ে **পঞ্জরপিঞ্জরে**।" "দেখিবারে **আঁখিপাখি** ধায়।" এ **শোকানল** নির্বাপিত হবার নয়, মা। "অঙ্কুরিল **ভক্তিবীজ** পাষণ্ডের পাষাণ পরানে।" "**পিরীতিকণ্টক** হিয়ায় ফুটল **পরাণপুতলী** যথা।" "ভাসল আমার **কুলকলসী** **শ্যামকলঙ্কসায়রে**।" "কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল তোমার **করুণাচন্দনে**।" আমরা তো প্রত্যেকেই **জীবনযুদ্ধের** সৈনিক। "উথলে ওঠে **দিলদরিয়া** কোন্ সে চাঁদের টানে!"—বিধিচক্র।

অভেদ-সম্বন্ধ ও রূপক কর্মধারয় সমাস মূলে একই, কেবল আকারে পার্থক্য রহিয়াছে। অভেদ-সম্বন্ধ সম্বন্ধ বলিয়া পূর্বপদে সম্বন্ধপদের বিভক্তিচিহ্নটি অক্ষুণ্ণ থাকে ; আর উত্তরপদটি পাশাপাশি বসিয়া যায়। পদ দুইটি কদাপি সংযুক্ত হইয়া একপদে পরিণত হয় না। কিন্তু রূপক কর্মধারয়ের ব্যাসবাক্যস্থ পূর্বপদে সর্বদাই

বিভক্তির স্থলে রূপ কথাটি যুক্ত থাকে, উত্তরপদটি পাশাপাশি বসিয়া যায়। সমস্ত-পদে রূপ কথাটি লুপ্ত হয়, পূর্ব ও উত্তরপদ সংযুক্ত হইয়া একপদে পরিণত হয়। জ্ঞানের আলোক—অভেদ-সম্বন্ধ। জ্ঞানরূপ আলোক = জ্ঞানালোক—রূপক কর্মধারয়; স্নেহের সমুদ্র—অভেদ-সম্বন্ধ; স্নেহরূপ সমুদ্র—স্নেহসমুদ্র—রূপক কর্মধারয়। "আজ আলোকের এই ঝরনাধারায় ধুইয়ে দাও।" আয়তাক্ষর সম্বন্ধপদটি পরবর্তী 'ঝরনাধারা' পদটির সহিত অভেদ-সম্বন্ধে আবদ্ধ। [অলংকার-নির্ণয় করিতে হইলে, কী অভেদ-সম্বন্ধ, কী রূপক কর্মধারয়—উভয় ক্ষেত্রেই রূপক অলংকার হইবে।]

(অ) উপমিত কর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয়ের পার্থক্যটি ভালো করিয়া লক্ষ্য কর। উভয় ক্ষেত্রেই সমাস-বদ্ধ পদটি বিশেষ্য, উভয় ক্ষেত্রেই উপমান-উপমেয়ের তুলনা বুঝায় এবং কোনোটিতেই সাধারণধর্মবাচক পদের উল্লেখ থাকে না। এই পর্যন্ত উভয়ের মিল। কিন্তু গরমিলটাই বেশী।—

(১) রূপক কর্মধারয়ে উপমান-উপমেয়ের তুলনাটি যেরূপ নিবিড়, উপমিত কর্মধারয়ে সেরূপ নিবিড় নয়। (২) উপমিত কর্মধারয়ে সমাস-বদ্ধ পদের পূর্বাংশটি অধিকাংশক্ষেত্রে উপমেয়, মাঝে মাঝে উপমান হইয়া যায়, কিন্তু রূপকে উপমেয়টি সর্বদাই পূর্বে থাকে এবং উত্তরাংশে থাকে উপমান। (৩) উপমিত কর্মধারয়ে উপমেয়ের প্রাধান্য, কিন্তু রূপকে উপমানের প্রাধান্য। কয়েকটি উদাহরণ দেখ।—

(১) তনয়ের মুখচন্দ্র উজলিল জননীহৃদয়। (২) তনয়ের মুখচন্দ্র চুম্বিল জননী। এখানে দেখা যাইতেছে, উভয় ক্ষেত্রে একই মুখচন্দ্র রহিয়াছে। আর সমাস-বদ্ধ পদদ্বয়ের প্রথমাঙ্গ উপমেয় এবং উত্তরাঙ্গ উপমান। সুতরাং বহিরঙ্গের বিচারে উভয় ক্ষেত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখিতেছি না। কিন্তু অন্তরঙ্গের বিচারে পার্থক্যটি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। শব্দের অন্তরঙ্গ হইতেছে অর্থ। এই অর্থবিচার করিয়া আমাদের সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে। প্রথম বাক্যে কাহার প্রাধান্য রহিয়াছে?—মুখের, না চন্দ্রের? বাক্যমধ্যে কাহার প্রাধান্য জানিতে হইলে ক্রিয়াকে প্রশ্ন কর। ক্রিয়া হইতেছে উজলিল। কে উজ্জ্বল করিল? মুখ, না চন্দ্র? মুখের পক্ষে উজ্জ্বল করা সম্ভব নয়, চন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব। আর চন্দ্র হইতেছে উপমান। অতএব এখানে উপমানের প্রাধান্য। সমাস হইল রূপক কর্মধারয়। ব্যাসবাক্য হইবে, মুখচন্দ্র = মুখরূপ চন্দ্র।

এইবার দ্বিতীয় বাক্য। এখানে কাহার প্রাধান্য আছে, দেখ। ক্রিয়া চুম্বিল-কে প্রশ্ন কর—কী চুম্বন করিল?—মুখ, না চন্দ্র? চন্দ্র অসম্ভব। মায়ের পক্ষে সন্তানের মুখচুম্বনই সম্ভব। অতএব বাক্যে প্রাধান্য রহিয়াছে উপমেয় মুখের। সুতরাং সমাস হইবে উপমিত কর্মধারয়। ব্যাসবাক্য হইবে, মুখচন্দ্র—মুখ চন্দ্রের ন্যায়।

ঠাকুরের মুখে ভক্তগণ কথামৃত শ্রবণ করছেন। এখানে কথামৃত—কথা অমৃতের তুল্য—উপমিত কর্মধারয়। ভক্তগণ আচার্যের কথামৃত পান করে ধন্য হলেন। এখানে কথামৃত = কথারূপ অমৃত—রূপক কর্মধারয়।

আর দুই-একটি উদাহরণ দিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের ছেদ টানিব। "নমি আমি, কবিগুরু, তব পদাম্বুজে।"—মধুকবি। পদাম্বুজে কী সমাস হইবে? নমি ক্রিয়াটিকে প্রশ্ন কর।—কোথায় প্রণাম করি?—পদে, না অম্বুজে? নিঃসন্দেহে পদে।

সমাস হইবে উপমিত কর্মধারয়। ব্যাসবাক্য হইবে পদ অম্বুজের ন্যায়। "বন্দি তাঁর পাদপদ্ম শিবাজি সঁপিছে অদ্য তাঁরে নিজ রাজ্য-রাজধানী।"—এখানেও পাদপদ্ম কথাটির ব্যাসবাক্য হইবে পাদ পদ্মের তুল্য—উপমিত কর্মধারয়।

কিন্তু, আনন্দে হেরিলা মাতা সন্তানের বদনকমল—এখানে হেরিলা (দেখিলেন) ক্রিয়াটিকে প্রশ্ন কর—কী দেখিলেন? বদন, না কমল? বদন দেখাও সম্ভব, আবার কমল দেখাও সম্ভব। এখানে নিশ্চিতরূপে একক উপমেয় (বদন) বা উপমান (কমল) কোনোটিই প্রাধান্য পাইতেছে না, অথচ দুইয়েরই তুল্য মূল্য রহিয়াছে। এরূপস্থলে সমাস দুইপ্রকার—(১) বদন কমলের মতো—উপমিত কর্মধারয় এবং (২) বদন-রূপ কমল—রূপক কর্মধারয়। [অলংকারের ক্ষেত্রে উপমা-রূপকের সংকর অলংকার হইবে]। অনুরূপ আরেকটি উদাহরণ—যাত্রীরা এখন ভক্তিভরে মায়ের পাদপদ্ম দেখতে ব্যস্ত।

(আ) উপমান কর্মধারয় ও উপমিত কর্মধারয়ের পার্থক্য বাহির করা কিছু কঠিন নয়। (১) উপমান কর্মধারয়ের সমস্ত-পদটি বিশেষণ, আর উপমিত কর্মধারয়ের সমস্ত-পদটি বিশেষ্য। (২) উপমান কর্মধারয়ে সমস্ত-পদের পূর্বাংশে উপমান পদ এবং উত্তরাংশে সাধারণধর্মবাচক বিশেষণ থাকে। কিন্তু উপমিত কর্মধারয়ে সমস্ত-পদের পূর্বাংশে সাধারণতঃ উপমেয় এবং উত্তরাংশে উপমান থাকে। (৩) উপমান কর্মধারয়ে সাধারণধর্মের প্রাধান্য, উপমিত কর্মধারয়ে উপমেয়ের প্রাধান্য। (৪) উপমান কর্মধারয়ে উপমেয় থাকে না, উপমিত কর্মধারয়ে সাধারণ-ধর্মবাচক পদ থাকে না।

(ই) এইবার উপমান কর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয়ের পার্থক্যটি দেখিয়া লও। (১) উপমান কর্মধারয়ের সমস্ত-পদটি বিশেষণ, কিন্তু রূপকের সমস্ত-পদটি বিশেষ্য। (২) উপমান কর্মধারয়ের সমস্ত-পদটির পূর্বাংশে উপমান পদ আর উত্তরাংশে সাধারণধর্মবাচক বিশেষণ থাকে। কিন্তু রূপকে সমস্ত-পদের পূর্বাংশে উপমেয়, আর উত্তরাংশেই উপমান থাকে। (৩) উপমান কর্মধারয়ে সাধারণধর্মবাচক পদের প্রাধান্য, রূপকে উপমানের প্রাধান্য। (৪) উপমান কর্মধারয়ে উপমেয় উহ্য থাকে, রূপকে সাধারণধর্মবাচক পদটি উহ্য থাকে।

Scanned with CamScanner